শালবৃক্ষ কথা

১

মহাবৃক্ষের আদতে ফুটে উঠছেন আদি নর্তকী।
তাঁর ত্রিভঙ্গ কাণ্ড, পদমুদ্রা ও করতলবিন্যাস জুড়ে
খেলে যাচ্ছে সৃষ্টি স্থিতি লয়।

আহ্নিক গতি ছন্দে ডেকে ওঠে তুৎ পাখি
অনাবিল মানবের ভূমে নত এই সহজ সভ্যতা।

শালফুলে অর্চনা হয়; নিরালায় আবাহন
এখানে ভিক্ষান্তে অর্জন একমুঠি বৃক্ষের বীজ।

বাহাদিনে নতুন পাতার ব্যবহারে
শুনি মাদল বোল — ধীরা, এসো—
সারি ধরমে এসো।

২

জাহের থানের নীচে ঈশ্বরের প্রথম আবাস
সারি সারজম রূপ, দিগন্তে উড়ে ছিল
স্বস্তিবচন—
গাছের কাছে চলো ;পৃথিবীর ভালো হবে তাতে।

হংসগ্রীবায় গর্ব, আলতো জড়ানো ঐ মানবজন্ম অভিজ্ঞান
পালক দু-একটি তার লিপিহীন; পিপিড়ির পথে পথে।
বিপরীত স্রোত সেই যমুনার ডুব
শুভ অশৌচ স্নানে আদি মাতাপিতা।

এখন উপদ্রুত দিন
আনন্দসজ্জায় শালখুঁটি উপচার
তবুও অভয় দেয়
বৃক্ষ আশ্রয় করো, বিছানো আল্পনায় স্থির হও।